12 FEB 2017
2 8

এআইইউবির সমাবর্তন

উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন চূড়ান্ত পর্যায়ে : শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) আরও শক্তিশালী এবং কার্যোপযোগী করার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উচ্চশিক্ষার মান আরও বৃদ্ধির জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন প্রণয়নও চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। এ আইনটি অনুমোদনের জন্য আজ রোববার জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে।

গতকাল শনিবার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (এআইইউবি) ১৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। রাজধানীর উত্তরায় এআইইউবির নির্মাণাধীন নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রাঙ্গণে এ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনে বিভিন্ন অনুষদের ২ হাজার ৯৬০ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সরকার কোনো পার্থক্য করে না। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা এবং সব সুযোগ নিশ্চিত করতে চায় সরকার। তবে কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও তাদের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি। এভাবে তারা বেশিদিন চলতে পারবে না। জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফিসহ সব ধরনের ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী। তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে জঙ্গিদের কবলে পড়ে জীবন ধ্বংস না করে সেদিকে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ইউজিসির ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

উচ্চশিক্ষা কমিশন

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবি। শুধু বাজারমুখী কোর্স চালু না করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (এমডিজি) অনেক সূচকে সাফল্য দেখিয়েছে। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে ছাত্রছাত্রীর দিক থেকে সমতা অর্জন করেছে। তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশ হচ্ছে তরুণদের দেশ। তরুণদের তাদের নিজেদের জন্য ভাবতে হবে। যা হতে ইচ্ছুক সেটা করতে হবে। এর মাধ্যমে তারা সমাজ, দেশ ও বিশ্বের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক বলেন, তোমাদের অনেক বড় স্বপ্ন দেখতে হবে। যে স্বপ্ন, সম্ভাবনা, দুরন্ত শক্তি আছে তা কাজে লাগিয়ে পিতা-মাতার প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সমাবর্তনে এআইইউবির ভাইস চ্যান্সেলর ড. কারমেন জেড ল্যামাগনা, চ্যান্সেলর স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শাফায়েত আহমেদ বক্তব্য রাখেন। এআইইউবির চেয়ারম্যান ইশতিয়াক আবেদীনের পক্ষে বক্তব্য পড়ে শোনান ড. কারমেন জেড ল্যামাগনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে এআইইউবির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপ্রয়াত মোসাম্মৎ হাসনা আবেদীনের রুহের মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এবারের সমাবর্তনে চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক পান তিনজন, ডা. আনোয়ারুল আবেদীন লিডারশিপ পদক ১৩ জন এবং ভাইস চ্যান্সেলর পদক পান ১৫ জন।